## আমাদের বার্তা

# ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে পাওয়ার-চায়নার প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

■ আমাদের বার্তা, ঢাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে পাওয়ার-চায়না রিসোর্সেস লিমিটেডের প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেছে। গতকাল বুধবার তার কার্যালয়ে প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

প্রতিনিধিদলের সদস্যরা হলেন- পাওয়ার-চায়না রিসোর্সেস লিমিটেডের নির্বাহী সহ সভাপতি সান সুহুয়া, বরিশাল ইলেক্ট্রিক পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের সিইও চেন সুজিয়ান, পাওয়ার-চায়নার প্রজেক্ট সাপোর্ট বিভাগের জিএম লিও জেনজিয়ান, ডেপুটি জিএম জু ইয়ান, ম্যানেজার ওয়াং রুই এবং বিনিয়োগ পরামর্শক অ্যাড. হুমায়ুন কবির।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। আলাপকালে পাওয়ার-চায়না রিসোর্সেস লিমিটেড কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করার আগ্রহ প্রকাশ করে।

এ সময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, আমাদের সম্পদ সীমিত। যার কারণে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা আমরা দিতে পারি না।

এখানে বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক হল, মেডিক্যাল সেন্টার, গবেষণার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির সংকট রয়েছে।

আমরা সীমিত সম্পদের যথাসাধ্য সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করছি।

এ সময় উপাচার্য পাওয়ার-চায়না রিসোর্সেস লিমিটেডের বিনিয়োগ করার আগ্রহকে স্বাগত জানান।

## দেশ রুপান্তর

# ঢাবিতে আরও ৯টি হল হচ্ছে

মো. মাসুম বিল্লাহ




পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ১৯২১ সালে যাত্রা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি)। বর্তমানে আবাসিক হল রয়েছে ১৯টি। এর মধ্যে ছাত্রদের ১৪টি, ছাত্রীদের পাঁচটি হল রয়েছে। এই ১৯টি হলে আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে ১৬ হাজার শিক্ষার্থীর। প্রতিবছর বাড়ছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা। ফলে আবাসিক হলগুলোয় স্থান সংকুলান হচ্ছে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে ৯টি আবাসিক হল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ছাত্রদের জন্য ৫টি, ছাত্রীদের জন্য ৪টি। এতে আরও সাত হাজার শিক্ষার্থীর আবাসন সুবিধা সৃষ্টি হবে।

পাশাপাশি শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ, গ্রন্থাগার উন্নয়ন, খেলার মাঠের উন্নয়ন, ডাকসু ভবন নির্মাণ ও অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হবে। সব মিলে ২ হাজার ৮৪১ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) পরবর্তী সভায় প্রকল্প অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করা হবে বলে জানা গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এটি মূলত একটি আমব্রেলা প্রকল্প। যার অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮টি উন্নয়নকাজ করা হবে। এর মধ্যে ৯টি আবাসিক হল রয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের যেহেতু জায়গা সংকট আছে, তাই পুরনো হলগুলোর খালি জায়গায় বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসন সংকট নিরসনের চেষ্টা করা হচ্ছে।

এদিকে নতুন হল নির্মাণের খবরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন আবাসিক হলের শিক্ষার্থীরা। পাশাপাশি তারা বেশ কিছু দাবিও জানিয়েছেন। জহুরুল হক হলের আবাসিক শিক্ষার্থী শাহরিয়ার লিয়ন গতকাল বুধবার দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'নতুন হল করার উদ্যোগ আমাদের জন্য আনন্দের। তবে বর্তমানে হলগুলোর কক্ষগুলো যে আদলে করা হয়েছে, নতুন

পৃষ্ঠা ২ কলাম ২ >

## ঢাবিতে আরও ৯টি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হলগুলো যেন সেভাবে করা না হয়। বর্তমানে অধিকাংশ কক্ষ চার জন শিক্ষার্থীর থাকার জন্য। কিন্তু সেখানে অনেক ক্ষেত্রে ৮-১০ জনকে গাদাগাদি করে থাকতে হয়। ফলে নতুন ভবনে যেন প্রতিটি কক্ষ দুই জনের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়।'

হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের আবাসিক শিক্ষার্থী শিবলী রহমান পাভেল বলেন, 'বর্তমানে হলটির পুরনো ভবন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ঝড়োবাতাসেই খসে পড়ছে পলেস্তারা। অবিলম্বে এ ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা উচিত। নতুন ভবন তৈরি করা হলে সেটি শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই উপকারে আসবে।'

[illegible]

## সময়ের আলো

বৈশাখ উদযাপনের কাজে অংশ নেওয়ায় চারুকলা অনুষদের বিশিষ্ট অ্যালামনাই শিল্পী মানবেন্দ্র ঘোষের বাড়িতে আগুন দেওয়ার প্রতিবাদে বুধবার চারুকলা অনুষদের সামনে মানববন্ধন করেন বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকবৃন্দ ● সময়ের আলো

# চিত্রশিল্পী মানবেন্দ্র ঘোষের বাড়িতে আগুন

● মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

গত মঙ্গলবার রাত ৩টার দিকে ভাস্কর্যশিল্পী মানবেন্দ্র ঘোষের গ্রামের বাড়িতে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। শিল্পী মানবেন্দ্র ঘোষের গ্রামের বাড়ি মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার গড়পাড়া ইউনিয়নের ঘোষের বাজার এলাকায়।

জানা যায়, পহেলা বৈশাখে ঢাকায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুখাকৃতি বানানোর কারণে চিত্রশিল্পী মানবেন্দ্রের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে মানবেন্দ্র ঘোষের পরিবারের দাবি, মানবেন্দ্র সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুখাকৃতি বানাননি, তিনি শুধু বাঘের মোটিফ তৈরি করেছেন। চিত্রশিল্পী মানবেন্দ্র ঘোষের বাড়ি এবং সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের বাড়ি একই এলাকায়। এ জন্য শেখ হাসিনার মুখাকৃতি তৈরির ক্ষোভ থেকে পতিত আওয়ামী লীগের লোকজন এ ঘটনা ঘটাতে পারে বলে অনেকের ধারণা। আগুনে ঘরের ভেতরে থাকা জিনিসপত্র পুড়ে গেছে। তবে এ ঘটনার পর ওই এলাকায় জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করছে। শিল্পী মানবেন্দ্র ঘোষ সময়ের আলোকে বলেন, আমি যে কাজ করিনি তার জন্য আমার পরিবারের ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হলো। আমার অনেক স্মৃতিবিজড়িত এই ঘর। আমি এ শোভাযাত্রার জন্য চারুকলার ছাত্র হিসেবে ২০০৪ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছি। এ বছর আমি একটি বাঘের মোটিফ তৈরি করেছি।

এদিকে আনন্দ শোভাযাত্রার মোটিফ নির্মাণকারী শিল্পীর বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। মানিকগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. নাজমুল হাসান খানকে প্রধান করে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে জেলা প্রশাসন। আগামী তিন কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবে এ কমিটি।